সংবাদ

তারিখ ...30 MAY 2016...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...৭...

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী

# বাজারমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা হবে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাজারমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হবে। বেসিক এডুকেশনের (মৌলিক শিক্ষা) ওপর জোর দেয়া হলে ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীরা যোগ্যতা, দক্ষতা অনুযায়ী পেশাগত শিক্ষা বেছে নিতে পারে।

তিনি গতকাল রাজধানীর মহাখালী ব্র্যাক সেন্টারে অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিক্ষায় বিনিয়োগ : প্রাক-বাজেট ভাবনা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

'ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি'র পরিচালক ড. এসএম মোর্শেদের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক, নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা, ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির পরিচালক ড. শফিকুল ইসলাম, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষক মিলি রহমান এবং সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষক অধ্যাপক ড. সৈয়দা আইরিন জামান। ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ডা. মোহাম্মদ মুসার বাজারমুখী : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

## বাজারমুখী : শিক্ষাব্যবস্থা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সভাপতিত্বে বৈঠকে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করতে সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। তাই সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, বিপুলসংখ্যক মেধাবৃত্তি ও উপবৃত্তি, শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ, দরিদ্র পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার প্রদানসহ বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বৈঠকে অন্য বক্তারা বলেন, শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ তৈরিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, কোচিং সেন্টার বন্ধ ও শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। জিডিপির ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া উচিত। গত বছর শিক্ষা খাতে ব্যয় ছিল জিডিপির ২.২ শতাংশ, যা এশিয়ার অন্য দেশের তুলনায় নগণ্য। উন্নয়নের বাজারে টিকে থাকতে শিক্ষা খাতে পর্যাপ্ত অর্থ দেয়ার আহ্বান জানান বক্তারা। এবারের বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর ঘোষণা দেয়ায় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আমাকে বলেছেন, সবকিছু হবে। সবাই পড়াশোনা করবে। পড়াশোনা করতে যা যা লাগে সবকিছুর জোগান দেয়া হবে। ভবিষ্যতে জিডিপির ৪ শতাংশ এবং মোট বাজেটের ১৫ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করা সম্ভব হবে বলে আমি আশাবাদী।'

শিক্ষা খাতের উন্নয়নে সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, 'প্রতিবন্ধীদের প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ চলছে। যা খুবই কঠিন। পূর্বাচলে অটিস্টিক শিশুদের জন্য ইনস্টিটিউট তৈরি হচ্ছে। সরকারের লক্ষ্য সবাই সমান শিক্ষা সেবার আওতায় আসবে।'

মূল প্রবন্ধে হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, 'দেশে একদিকে যেমন শিক্ষিতের হার বাড়ছে, অন্যদিকে বাড়ছে শিক্ষিত বেকারের হার। এতে প্রমাণিত হয়, যে ধরনের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা বেকারত্ব তৈরি করছে। কোনভাবেই তা কর্ম উপযোগী নয়।'